তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৬১

**বিতর্ক চর্চা চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ ভাদ্র (২ সেপ্টেম্বর):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বিতর্ক চর্চা চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি, যুক্তিবাদী মানসিকতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ লাভ করে, যা প্রকারান্তরে তাদেরকে ভবিষ্যতের আদর্শ সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিয়াম ভবন মিলনায়তনে বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ আয়োজিত দুই দিনব্যাপী (১-২ সেপ্টেম্বর) ফার্স্ট বিডিসি ন্যাশনাল ডিবেট কার্নিভাল ২০২৩ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিজয়ী হওয়া বড় কথা নয়, যেকোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণই মুখ্য। বিজয়ী ও বিজিত উভয়ের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিচারকরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিজয়ী নির্ধারণ করেন। প্রতিমন্ত্রী এ সময় ফার্স্ট বিডিসি ন্যাশনাল ডিবেট কার্নিভাল ২০২৩-এ অংশগ্রহণকারী সকলকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মোঃ মাহবুব উল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নবীরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা এ এস এম রকিবুল হাসান এবং বিশিষ্ট লেখক, অনুবাদক ও প্রথমা প্রকাশনীর সমন্বয়ক জাভেদ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ এর অধ্যক্ষ মোঃ সাজ্জাদুর রহমান। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ (বিএমএসসি) ডিবেটিং ক্লাবের চিফ অ্যাডভাইজার সিয়াম ইসফার জামী।

উল্লেখ্য, ফার্স্ট বিডিসি ন্যাশনাল ডিবেট কার্নিভাল ২০২৩-এ ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে।

#

ফয়সল/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                     নম্বর : ৭৬০

**আগামী অক্টোবরে তিনটি বিল আইন হিসেবে পাসে ভূমিমন্ত্রীর আশা প্রকাশ**

ঢাকা, ১৮ ভাদ্র (২ সেপ্টেম্বর) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী আশা প্রকাশ করেছেন যে ‘ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩’ সহ মোট তিনটি ভূমি বিষয়ক আইনের খসড়া আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ সংসদে বিল আকারে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা সম্ভব হবে। অপর দুটি আইনের খসড়া হচ্ছে, ‘ভূমি সংস্কার আইন, ২০২৩’ এবং ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন, ২০২৩’।

আজ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর উদ্যোগে রাজধানীতে অবস্থিত ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ‘ঢাকার বিকেন্দ্রীকরণ এবং বাংলাদেশে টেকসই নগরায়ন’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভূমিমন্ত্রী এই আশা প্রকাশ করেন।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এসময় আরও আশা প্রকাশ করেন যে, প্রযোজ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন সহ তিনটি বিলই আইন হিসেবে সংসদে পাস করা সম্ভব হবে।

ভূমিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, সম্প্রতি শুরু হওয়া বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হলে পূর্বের জরিপে হওয়া অনেক সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার ফলে সীমা বহির্ভুত অতিরিক্ত জমির মালিক হওয়ার সুযোগ এখন আর নেই। তিনি এই সময় বলেন, আমরা চাই ঘরে বসেই মানুষ যেন ভূমিসেবা গ্রহণ করতে পারেন, একান্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যেন কারো ভূমি অফিসে না যেতে হয়। যত ‘হিউম্যান টু হিউম্যান কানেকশন’ কম হবে, সেবা গ্রহণ তত ভালো হবে বলে মন্ত্রী মনে করেন।

অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, পরিবেশ সংরক্ষণে, খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি জমি সুরক্ষা, সারা দেশে সুবিন্যস্ত নগরায়ন, রাজধানী ঢাকার ওপর চাপ কমানোর কৌশল ও ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন।

সরকারি পরিষেবা সংস্থাগুলোতে বেসরকারি অংশীজন থেকে প্রতিনিধি থাকার বিষয়ে ভূমিমন্ত্রী একমত পোষণ করে বলেন যে, এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজের সুবিধা হতে পারে। আইনি দিক অনুসরণ পুর্বক করে প্রতিনিধির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। মন্ত্রী আরও জানান তিন ফসলি কৃষিজমি সুরক্ষায় সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এই সময় ভূমিমন্ত্রী গণমাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠনকে দায়িত্বশীল ‘ওয়াচডগ’-এর (নজরদারির) ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী মোঃ ওয়াসিম উদ্দিন এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) যুগ্ম সম্পাদক ও স্থপতি ইকবাল হাবিব সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারটি সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি ব্যারিস্টার সামির সাত্তার।

সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান স্থপতি কাজী গোলাম নাসির, রিহ্যাবের সহসভাপতি প্রকৌশলী মুহাম্মদ সোহেল রানা, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সভাপতি পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ ফজলে রেজা সুমন এবং নতুনধরা এসেটস্ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাদী-উজ-জামান।

#

নাহিয়ান/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৫৯

**শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই, আর শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার**

 **-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ১৮ ভাদ্র (২ সেপ্টেম্বর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই, আর শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার। পার্বত্য মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এবং দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে আর এই ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে।

আজ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ ম্রো স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের আয়োজনে বাংলাদেশ ম্রো ছাত্র সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পার্বত্য মন্ত্রী বলেন, পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বলে নিজেকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিলে হবে না, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে আর বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে টিকে থাকতে হলে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সফলতার শীর্ষে পৌঁছাতে হবে। মন্ত্রী বলেন, আগে বান্দরবানে শুধু ১টি কলেজ ছিল আর বর্তমান সরকারের আগ্রহ ও সফলতার কারণে ৭টি উপজেলায় ১৪টি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। দুর্গম রুমা-রোয়াংছড়ি-থানচি উপজেলায় কলেজ হয়েছে আর জুম চাষিদের সন্তানেরা এখন ঘরের ডাল-ভাত খেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সহজেই পড়াশোনা করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়েছে আর তার জন্য একমাত্র প্রশংসার দাবিদার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশ ম্রো স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি চ্যংলক ম্রো এর সভাপতিত্বে ম্রো ছাত্র সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ শাহ আলম, পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য সিং ইয়ং ম্রো, টংকাবতী ইউপি চেয়ারম্যান মায়ং ম্রো প্রদীপ, আলীকদম কুরুক পাতা ইউপি চেয়ারম্যান ক্রাতপুং ম্রো সুয়ালক ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান রাংলাই ম্রো, থানচি সদর ইউপি চেয়ারম্যান অং প্রু ম্রোসহ প্রমুখ।

#

রেজুয়ান/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                           নম্বর : ৭৫৮

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৮ ভাদ্র (২ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ১৩ শতাংশ। এ সময় ৭৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

  গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১২ হাজার ৮৯২ জন।

#

 সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/শামীম/২০২৩/১৭২০ ঘণ্টা